মেহেরপুরে ৬ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরাম গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৬ গ্রাম হেরোইনসহ আমিনুল ইসলাম(২৯) ও মোমিন (৩৫) নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ডিবির এসআই হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে এএসআই আহসান হাবীব ও এএসঅঅই ইব্রাহীম বিশ্বাস অংশ নেন।

আটক আমিনুল ইসলাম সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের আবু বক্করের এবং মোমিন গোভিপুর গ্রামের মৃত নুর মোহাম্মদের ছেলে।

ডিবির ওসি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হরিরামপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৬ গ্রাম হেরোইনসহ তাদের আটক করা হয়। আটকের পর তাদের ডিবি কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মামলা দিয়ে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আরো তিনটি মাদকের মামলার বিচারাধন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ইফতার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল প্রকার মানবিক কাজের পাশাপাশি রমজান মাসে ইফতার বিতরণ কার্যক্রম চলমান রেখেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় চুয়াডাঙ্গা হাসান চত্বরে এই কার্যক্রম পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মনিরা পারভীন ও এনডিসি আমজাদ হোসেন।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মনিরা পারভীন বলেন, জেলা প্রশাসক

নজরুল ইসলাম সরকারের নির্দেশনায় পুরো রমজান মাসজুড়ে চলমান থাকবে ইফতার বিতরণ কার্যক্রম। আজ শতাধিক মানুষের মাঝে এই ইফতারি বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ফ্রি বাজারের মাধ্যমে অসহাদের মাঝে সবজি বিতরণ অব্যাহত

করোনা মহামারীর দ্বিতীয় ধাপে মানুষের অসহায়ত্ব যেন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি এবং অপরদিকে কর্মের সংকটে দিশেহারা সাধারণ মানুষ। দু’বেলা ঠিকমতো পরিবারের মুখে খাবার তুলে দেওয়াই এখন সব থেকে কঠিনতম কাজ। মহামারীর এই সময়ে মেহেরপুর জেলার অসহায় মানুষদের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি বিভাগে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত সাব্বির আহমেদ নামে এক তরুণ।

বাংলাদেশের সচেতন নাগরিকদের সহযোগিতায় এবং রাব্বি, তানভীর, নাঈম, আকাশ, পিয়াস, রুমেলসহ আরো অনেক স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে প্রতিদিন অসহায় মানুষের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

গতকাল সোমবার সকাল ১০ টার সময় শহরের স্টেডিয়াম পাড়ায় প্রায় ৩ শত অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে ফ্রি বাজারের মাধ্যমে সবজি বিতরণ করেন সাব্বির আহমেদ।

মহামারীর প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের সহযোগিতায় ৭৫ দিন সহ সর্বমোট এখন পর্যন্ত ৮০ দিনের মতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সাব্বির আহমেদ। তার করোনার প্রথমে নেওয়া উদ্যোগের মধ্যে ছিল মানবতার দেয়ালের আদলে খাদ্য সামগ্রীর ফ্রি দোকান, বাড়ি বাড়ি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, সবজি যাবে আপনার বাড়ি, ফ্রি বাজার, প্রয়োজনীয় ঔষধ, ঈদ উপহার, ইফতার সামগ্রী, মাস্ক বিতরণ, সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ, জীবাণুনাশক ব্লিচিং পাউডার স্প্রেসহ আরো অনেক কার্যক্রম। বর্তমানে করোনার দ্বিতীয়

ঢেউয়ে এখন ফ্রি বাজার কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে কাজ শুরু করেছেন।

সাব্বির আহমেদ বলেন, মহারীর এই সময়টি এক রকম অঘোষিত যুদ্ধে ময়দান। যেখানে শত্রু আমাদের চক্ষু দৃষ্টির আড়ালে কিন্তু সমস্যাগুলো সকলের সামনে প্রতিয়মান। সমস্যার সমাধানে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। না হলে কখনোই করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতম অবস্থা থেকে আমরা উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হবো না। আমাদের কার্যক্রমগুলো সম্পূর্ণই মানুষের সহযোগিতার উপরে নির্ভরশীল।

তাই সকলকে মানুষের জন্য এগিয়ে আসার আহবান জানাই। সকলে মিলে কাজ করলে একদিন স্বপ্নের সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

তিনি আরও বলেন, সামনে ঈদ উপহার সামগ্রী সহ অন্যান্য কার্যক্রম আবারো শুরু করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন সাব্বির আহমেদ এবং এবিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

চুয়াডাঙ্গায় দরিদ্র দুস্থ ও অসচ্ছল মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দরিদ্র দুস্থ ও অসচ্ছল মানুষ দের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন।

সোমবার বেলা ১০ ঘটিকা ও বেলা ৩:৩০ ঘটিকার সময় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্তৃক এই প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার ও চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের ৩৫০ পরিবারের দরিদ্র অসচ্ছল পরিবারের মানুষদের মাঝে এই প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এসময় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার সামগ্রী পর্যায়ক্রমে চুয়াডাঙ্গা জেলার অসচ্ছল দরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ কার্যক্রম চলমান থাকবে।

প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম আরো উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মুনিরা পারভীন, এনডিসি আমজাদ হোসেন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নজরুল ইসলাম সহ চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলর বৃন্দ।

এই কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী ভোগকারী দুস্থ ও অসচ্ছল পরিবারের লোকজন।

সরকারি চাকরিজীবীরা ব্যবসায় জড়াচ্ছেন

সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীরা ব্যাপক হারে ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ায় বিরক্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। কারণ, সরকারের অনুমোদন ছাড়াই তাঁরা ব্যবসায় জড়াচ্ছেন, যা সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বেতন–ভাতা বাড়ানোর পরও সরকারি চাকরিজীবীদের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছে সরকারের নীতিনির্ধারকদের। ব্যবসা করার ক্ষেত্রে নিয়মনীতির তোয়াক্কা করছেন না কর্মকর্তা–কর্মচারীরা। যেসব কর্মকর্তা–কর্মচারী ব্যবসায় জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে চিঠি দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ ধরনের একটি চিঠি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমডি) সচিব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। বিভিন্ন

মন্ত্রণালয়ে পাঠানো ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, কিছু কিছু সরকারি কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা সরকারের অনুমোদন ছাড়া বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, যা সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯–এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বিধিমালার ১৭ নম্বর ধারায় বলা আছে, কোনো সরকারি কর্মচারী সরকারের অনুমোদন ছাড়া, সরকারি কাজ ছাড়া অন্য কোনো ব্যবসায় জড়িত হতে পারবেন না। অন্য কোনো চাকরি বা কাজ গ্রহণ করতে পারবেন না। পরিবারের সদস্য অর্থাৎ স্ত্রী–সন্তানও ব্যবসা করতে পারবেন না।

আমরা সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ব্যবসায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছি। অনুমোদন ছাড়া যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, সেটি ঠিক হবে না।
শেখ ইউসুফ হারুন, জনপ্রশাসনসচিব
তবে একজন নন–গেজেটেড সরকারি কর্মচারী অনুমোদন ছাড়া তাঁর পরিবারের সদস্যদের শ্রমকাজে লাগিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান চালাতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে সম্পত্তির ঘোষণাপত্রের সঙ্গে ব্যবসার বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করতে হবে।

জানতে চাইলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব শেখ ইউসুফ হারুন সাংবাদিকদের বলেন, সরকারের অনুমোদন ছাড়া যে ব্যবসা করা যাবে না, সেটি সব কর্মকর্তা-কর্মচারী জানেন। তারপরও তাঁরা বিধিমালা মানছেন না। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আইনের কথা ভুলে যান। তাঁদের আইনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যবসায় জড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি সামনে আসে গত বছর দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণের সময়। জাতীয় হৃদ্রোগ ইনস্টিটিউটের কার্ডিয়াক সার্জারি ইউনিটের রেজিস্ট্রার ডা. সাবরিনা চৌধুরী জেকেজি নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। একজন সরকারি চাকরিজীবী হয়ে তিনি অনুমোদন ছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার শারমিন জাহান একজন সরকারি চাকরিজীবী হয়েও মাস্ক সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শুধু এই দুজনই নন, অন্যান্য ব্যবসায়ও সম্পৃক্ত হচ্ছেন সরকারি চাকরিজীবীরা।

বিধিমালার ১৭ নম্বর ধারায় বলা আছে, কোনো সরকারি কর্মচারী

সরকারের অনুমোদন ছাড়া, সরকারি কাজ ছাড়া অন্য কোনো ব্যবসায় জড়িত হতে পারবেন না। অন্য কোনো চাকরি বা কাজ গ্রহণ করতে পারবেন না। পরিবারের সদস্য অর্থাৎ স্ত্রী–সন্তানও ব্যবসা করতে পারবেন না।
সরকারি কর্মকর্তারা কী ধরনের ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছেন, তা জানতে এই প্রতিবেদকের কথা হয় প্রশাসনের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার পাঁচজন কর্মকর্তার সঙ্গে। তাঁরা বলেছেন, সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে কোম্পানির পরিচালক পদে যুক্ত হওয়ার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। সরকারি পদে থেকে তাঁরা অন্য প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হয়ে যাচ্ছেন। প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারী হয়ে সরকারের অনুমোদন ছাড়া তাঁরা মালিক বনে যাচ্ছেন। অনেকে গাড়ি কিনে সে গাড়ি ভাড়ায় দিচ্ছেন। কেউ কেউ জমি ও ফ্ল্যাট কেনাবেচায় জড়িয়ে যাচ্ছেন। আবার অনেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক হচ্ছেন। কেউ কেউ ফার্ম করে পেছনে থেকে সরকারি দপ্তরের কাজ বাগিয়ে নিচ্ছেন।

এ বিষয়ে জনপ্রশাসনসচিব শেখ ইউসুফ হারুন বলেন, ‘আমরা সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ব্যবসায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছি। অনুমোদন ছাড়া যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, সেটি ঠিক হবে না।’

এদিকে ২০১৯ সালে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা আজ পর্যন্ত কার্যকর করতে পারেনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা অনুযায়ী, সরকারের কাছে প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদ বিবরণী দাখিল করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিলেও কিছুসংখ্যক কর্মকর্তার বাধার মুখে সেটি কার্যকর হয়নি।

জানতে চাইলে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার সাংবাদিককে বলেন, সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যবসা করার খবর আগে শোনা যেত না। ইদানীং বেশ শোনা যাচ্ছে। কর্মকর্তাদের ব্যবসা বন্ধ করা উচিত। যাঁরা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যবসায় জড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি মেনে নেওয়ার মতো নয়। কারণ, এটি একদিকে আইনের লঙ্ঘন, অন্যদিকে স্বার্থের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক।

সূত্র-প্রথম আলো

এবারও ঈদের নামাজ মসজিদে পড়তে হবে

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে গত বছরের মতো এবারও ঈদের নামাজ পড়তে হবে মসজিদে। ঈদগাহ বা খোলা জায়গার পড়া যাবে না।

সোমবার ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে।

এর আগে করোনার ঊর্ধ্বগতির কারণে মসজিদে প্রতি ওয়াক্ত নামাজে সর্বোচ্চ ২০ জন মুসল্লি জামাতে অংশ নিতে পারবেন বলে নির্দেশনা দেয় ধর্ম মন্ত্রণালয়।

করোনা পরিস্থিতিতে ১৪ এপ্রিল থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত মসজিদে নামাজ আদায়ে এ নির্দেশনা বলবৎ থাকবে বলে জানানো হয়।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বলা হয়, করোনা পরিস্থিতিতে সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতি ওয়াক্তে সর্বোচ্চ ২০ জন মুসল্লি অংশ নিতে পারবেন। রমজানে তারাবির নামাজে খতিব, ইমাম, হাফেজ, মুয়াজ্জিন ও খাদিমসহ সর্বোচ্চ ২০ জন মুসল্লি অংশগ্রহণ করবেন। জুমার নামাজে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে মুসল্লিরা অংশ নেবেন।

দেশে আরও ৯৭ জনের প্রাণ কাড়ল করোনা

করোনাভাইরাসে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ৩ হাজার ৩০৬ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ২৫ হাজার ৭৮৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩ হাজার ৩০৬ জনের দেহে কোভিড শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭ লাখ ৪৮ হাজার ৬২৮ জন।

এই সময়ে করোনায় ৯৭ জন কোভিড রোগী মারা গেছেন। এ নিয়ে দেশে মোট ১১ হাজার ১৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ৪ হাজার ২৪১ জন। এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ৬ লাখ ৬১ হাজার ৬৯৩ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ৯৭ জনের মধ্যে ঢাকা বিভাগেরই ৬৩ জন। এছাড়া চট্টগ্রামে ১২, রাজশাহীতে ৪, খুলনায় ৬, বরিশালে ৩, সিলেটে ৬, রংপুরে ২ এবং ময়মনসিংহে ১ জন মারা গেছেন।

২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়াদের মধ্যে ৬১ জন পুরুষ এবং ৩৬ জন নারী। এদের সবাই হাসপাতালে মারা গেছেন।

রেফার্ড করা ছাড়পত্রকে ডেথ সার্টিফিকেট বলে মেয়ের মৃত্যর গুজব ছড়ান মা

মনের ভুলে বিষপান করে হাসপাতালে ভর্তি, রোগীকে অন্য হাসপাতালে রেফার্ড করার পর তার মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে ঢাকা থেকে মেয়ে মিম
(১৩) কে মেহেরপুরে আনার পর সে সুস্থ। হাসপাতালের রেফার্ড করা ছাড়পত্রকে মৃত্যু সার্টিফিকেট বলে কেন মেয়ের মৃত্যুর গুজব ছড়ান মিম এর মা তা নিয়ে ধোয়াশা তৈরী হয়েছে জনমনে।
জানাগেছে,মেহেরপুর সদর উপজেলা দিঘির পাড়া এলাকার রফিকুল এর স্ত্রী শাহিনা খাতুন ঢাকা গাজীপুরের একটি গার্মেন্টসে চাকরি করেন। চাকরির সুবাদে তিনি মেয়েদের নিয়ে ঢাকাতে অবস্থান করেন। রবিবার ঢাকাস্থ তার বাড়িতে এনে রাখা তেলাপোকা মারা বিষ মনের

ভুলে পান করে মিম। বিষয়টি তার মা বুঝতে পেরে দ্রুত মীমকে ঢাকা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঢাকা বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে নেওয়ার পর সেখানে বিস্তারিত জানানো হলে মীমকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে অন্যত্র রেফার্ড করেন। রেফার্ড করা কাগজও মিমের মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপরই চলে মিমের মৃত্যুর সাজানো নাটক। মিম মারা গেছে এবং মিমকে মর্গে নেওয়া হচ্ছে এ কথা প্রচার করে মিমের মা শাহিনা খাতুন এক মাইক্রো চালকের সঙ্গে কথা বলেন, পরে ওই মাইক্রোযোগে তাকে মেহেরপুরে নেওয়া হয়। ঢাকা থেকে মেহেরপুর আসার পথে পথিমধ্যে মিম কথা বলে। সোমবার ভোরের দিকে মিমকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। বর্তমানে মিম সুস্থ রয়েছেন। তবে কি কারণে মীমকে মৃত ঘোষণা করা হলো? মিমের মা এ ব্যাপারে কিছুই বলতে চাচ্ছেন না। ঢাকা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মিমকে মৃত ঘোষণা করে ডেথ সার্টিফিকেট ধরিয়ে দিয়ে মিম কে মর্গে নেওয়া কথা বলা হলে মিম বেঁচে আছে বুঝতে পেরে এক মাইক্রো ড্রাইভারের সহযোগিতায় মিম কে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রেফার্ড করা ছাড়পত্রকে ডেথ সার্টিফিকেট বলে মৃত্যর গুজব ছড়ানোর কারণে এবং মিম এর মা শাহিনা খাতুনের বক্তব্যে বিষয়টি নিয়ে রহস্যের দানা বাধতে শুরু করেছে

গাংনী বাজারে তরমুজ ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট ভাংলেন মেয়র আহম্মেদ আলী

লকডাউন ও মাহে রমজানের শুরু থেকে এ পর্যন্ত গাংনী বাজারে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা তরমুজ বিক্রি করে ঠকাচিছলেন ক্রেতাদের। বাজারে তরমুজ ক্রয় করতে এসে নাভিশ্বাস ফেলতে হয়েছে ক্রেতাদের। বেশ কিছুদিন থেকেই তরমুজ ও মাংস ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ফেসবুকসহ নানা মাধ্যমে উঠে আসে ক্রেতাদের কথা । গাংনী পৌর মেয়র বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে গতকাল কথা বলেন ব্যবসায়ীদের সাথে। কিন্তু দাম কমাতে নারাজ ব্যবসায়ীরা। ৬০ টাকা

কেজি দরেই বিক্রি করা হয় তরমুজ। অবশেষে গাংনী পৌরসভার মেয়র অল্প দামে তরমুজ বিক্রির উদ্যোগ গ্রহন করেন। তিনি নিজে বগুড়া এলাকায় গিয়ে তরমুজ সংগ্রহ করেন। সোমবার সকাল থেকে গাংনী বাজার বাস ষ্ট্যান্ডে ৪০ টাকা কেজি দরে তরমুজ বিক্রির সুচনা করেন। পৌরসভার স্টাফদের সহায়তায় ৪০ টাকা দরে তরমুজ ক্রয় করতে ভিড় জমায় বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন পেশার মানুষ। এসময় তরমুজ ক্রয়করতে আসেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মুরাদ আলী। তিনি বলেন, প্রচন্ড তাপদাহে তরমুজের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় গাংনীতে সিন্ডিকেট করে দাম বৃদ্ধি করা হয় তরমুজের। গাংনী পৌরমেয়রের এ উদ্যোগ যথাউপযোগী উদ্যোগ। গাংনী পৌরবাসী ছাড়াও সব মানুষ অল্প মুল্যে তরমুজ খেতে পারবে। তবে তিনি আরো একটু মুল্য কমানোর দাবী করেন। এসময় তরমুজ ক্রয় করতে এসেছিলেন কাচা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাহাজুল ইসলাম। তিনিও এ পদক্ষেপকে সময়উপযোগী পদক্ষেপ বলে সাধুবাদ জানান পৌর মেয়র আহম্মেদ আলীকে। এদেরমত বিভিন্ন এলাকা থেকে আাগত ক্রেতাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে শুধু তরমুজের বাজার নয় গাংনী বাজারের সকল ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট ভাংতে মেয়র আহম্মেদ আলীর প্রতি আহবান জানান। সেই সাথে ৩০ টাকা কেজি দরে তরমুজ বিক্রি করার দাবীও জানান ক্রেতারা।

পৌরসভার স্টাফ টিক্কা বিশাস জানান, পৌরবাসীর দাবীর প্রেক্ষিতে মেয়র সাহেব নিজে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে তরমুজ সংগ্রহ করে তা আজ বাজারজাত করেছেন। পুরো রমজান মাস এ মুল্যে তরমুজ বিক্রি কার্যক্রম আব্যাহত থাকবে।
মেয়র আহম্মেদ আলী বলেন, গাংনীতে ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোনো সিন্ডিকেট থাকবেনা। তরমুজের পাশাপশি মাংসের বাজারেও পৌরসভার পক্ষ থেকে নজদারী থাকবে। আমরা সকলেই ক্রেতা। আমার পৌরসভার একটি মানুষও ব্যাবসায়ীদের দ্বারা প্রতারিত না হয় সে বিষয়েও আমরা দৃড়তা ও সাহসিকতার সাথে কাজ করছি।

মেহেরপুরে পুলিশের সহায়তায়

হারানো ফোন ফিরে পেলেন ৯ ব্যক্তি

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা হতে হারিয়ে যাওয়া ৯টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার।

আজ রবিবার মেহেরপুর পুলিশ লাইনের গ্রেল সেডে অনুষ্ঠিত মাসিক কল্যাণ সভা শেষে উদ্ধারকৃত ৯টি মোবাইল মালিকদের হাতে তুলে দেন।

এসময় মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

মোবাইল ফেরত প্রাপ্তদের মধ্যে গাংনীর জালশুকা গ্রামের রাকিবুল ইসলামের ভিভো ওয়াই১১, মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের রেডমি ৮, চাঁদবিলের মোঃ রাফিউল ইসলামের গ্যালাক্সি গ্রান্ড প্রাইম, গাংনী দুর্লভপুরের আতাউর রহমানের গ্যালাক্সি জে২, মেহেরপুর পোস্ট অফিস পাড়ার জিয়াউর রহমান আকাশের শাওমি ৭, শ্যামপুরের সজিব হোসেনের ৫স্টার, শহরের মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের ১প্লাস ৬, গাংনীর সাব্বির আহমেদের ভিভো ১৯৩৮ এবং কালাচাঁদপুরের আলিফ মিয়ার রিয়েলমি সি১৫ পুলিশ সুপারের কাছে থেকে বুঝে নিয়েছেন।

মাসিক কল্যাণ সভায় তিন থানার ওসিসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।